Patna university

Department of Bengali

Semester 2 CC 5

Teacher Dr Sagar Sarkar

Drama of 19th century

সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন উত্তরের জন্য

- শাজাহান নাটকটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ ই আগস্ট প্রকাশিত হয়।
- শাজাহান নাটকটি ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।
- সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে।
- সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দারাশিকো তার পুত্র সুলেমান ,মহারাজ জয়সিংহ , ও সৈন্য অধ্যক্ষ দিল্লির খাকে পাঠিয়েছিলেন।
- সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সুলেমানকে এলাহাবাদে পাঠানো হয়েছিল।
- দাড়া মুরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যশোবন্ত সিংহ কে পাঠিয়েছিলেন।
- শাজাহান ধারাকে বিদ্রোহীদের শাস্তির বিধানের জন্য পাঞ্জা প্রদান করেছিলেন।
- নাদিরা ছিলেন পারভেজ এর কন্যা ও জাহাঙ্গীরের পৌত্রী।
- তুই তুই অন্তত পবিত্র থাক এই কথাটি শাহজাহান জাহানারা কে বলেছিলেন।
- নারীদের বল জিভে আছে বলে সুজা মনে করেন।
- আমি পিতার আজ্ঞা পালন করব উক্তিটি করেছিলেন সোলেমান।
- সুজার শিবির যে স্থানে হয়েছিল তার নাম ছিল কাশি।
- এ জীবনে হইল না সাধ ভালোবাসি গানটি গাওয়া হয়েছে পেয়ারার কন্ঠে।
- সুজা ছিলেন একজন প্রকৃত বীর যোদ্ধা।
- দারার সঙ্গে যত যত সৈন্য আছে এক লক্ষ ঘোড়সওয়ার একশত কামান।
- দারার পক্ষ থেকে যে ওরঙ্গজেব এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার নাম ছিল শায়েস্তা খাঁ।
- ঔরঙ্গজেব যার কবরে নামাজ পড়তে যায় তার নাম ছিল জাহাঙ্গীর।
- মোহাম্মদের যতজন দেহরক্ষী ছিল 10 জন।
- ঔরঙ্গজেব মুরাদকে বন্দি করে গোয়ালিয়র নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

- *দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ঔরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে বসে ছিলেন।*
- *দারা তার পরিবার নিয়ে রাজপুতনার মরুভূমিতে ও আমেদাবাদের উপস্থিত হয়ে ছিলেন।*
- *পিয়ারা ছিলেন সুজার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।*
- *দারা দুইবার ওরঙ্গজেব এর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।*
- *সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু গানটি রচয়িতা হলেন জ্ঞানদাস।*
- *যশোবন্ত সিংহ দরার পক্ষ নিয়ে নর্মদা যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বা যুদ্ধ করেছিলেন।*
- *বাদশাহ গাজী আলমগীর যার নাম তিনি হলেন ঔরঙ্গজেব।*
- *জাহানারা দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্য দিল্লির দরবারে প্রবেশ করে ছিলেন।*
- *সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব যাকে কামান চালানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার নাম ছিল মীর জমোহাম্মদ।*
- *মোহাম্মদকে যুদ্ধের সম্মুখে এবং যশোমন্ত সিংয়ের দক্ষিনে রাখার কথা বলেছিলেন ঔরঙ্গজেব।*
- *সুজা আর 1 লক্ষ শূন্য রয়েছে বলে জানা যায়*
- *পিয়ারা বকুল ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।*
- *সুলেমান শ্রীনগরে আশ্রয় পেয়েছিলেন।*
- *কাশ্মীরের রাজা পৃথিবী সিংহের দরবারে সুলেমান আশ্রয় পেয়েছিলেন।*
- *এলাহাবাদে ঔরঙ্গজেব শিবির পাতা হয়েছিল।*
- *যে তিনজন মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের কথা ভেবেছিলেন তারা হলেন- যোধপুর রাজা যশোবন্ত সিংহ , মেবারের রানা রাজ সিংহ , বিকানির রাজা জয় সিংহ।*
- *সুজা পেয়ারার জামাতা হলেন মোহাম্মদ।*
- *তৃতীয় অঙ্কের/ ষষ্ঠ দৃশ্য "ধনধান্য পুষ্প ভরা" এই গানটি গাওয়া হয়েছে।*
- *ঔরঙ্গজেব দারাকে যেখানে বন্দি করে রাখে সেই স্থানের নাম হলো খিজিয়। বাদ ।*
- *সুলতান সুজাকে যে আরাকান প্রান্তরে প্রতারিত করেছিলেন তার নাম হলো মীর জুমলা।*
- *সুলেমান কে বন্দি করেছিলেন দিল্লির খা।*
- *জিহন আলী কাকে হত্যা করেছিলেন তার প্রজারা।*
- *জহরত উর্নিশা সুলেমানকে গোয়ালিয়র দুর্গে এবং আগ্রার প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।*

- *“কেউ বাদ যাবে না নিক্তির ওজন ফিরে পাবে” মন্তব্যটি করেছিলেন মোহাম্মদের স্ত্রী।*
- *“বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি” মন্তব্যটি করেছেন দিলদার।*
- *শাজাহান সাত বছর যন্ত্রণার জ্বালায় চলেছেন।*
- *“তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো আর সেই সাম্রাজ্যঃ ভোগ করো মন্তব্যটি করেছেন জহরত উন্নিশা।*
- *শাজাহান একটি ঐতিহাসিক নাটক।*
- *মুরাদের মৃত্যু হয়েছিল পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য।*
- *পিতা শাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের বশ করতে চেয়েছিলেন স্নেহ দিয়ে।*
- *“ক্ষত্রিয় সূর্যের কি এতদূর অধোগতি” মন্তব্যটি করেছেন মহামায়া।*
- *ক্ষত্রিয় সূর্যের কি এতদূর অধোগতি মন্তব্যটি করেছেন মহামায়া।*
- *“তর্কের সময় নাই সিংহাসন চাও দ্বিরুক্তি করোনা” এই মন্তব্যটি মুরাদের প্রতি ওরঙ্গজেব।*
- *আগ্রার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দারা দোয়াব এর দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।*
- *যশোবন্ত সিংহ যাদেরকে বন্য শৃগাল মনে করতেন তারা হলেন -- মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খাঁ।*
- *একটা কামানোর চেয়ে একটা রাজপুত ভয়ঙ্কর এটি যার উক্তি তিনি হলেন মীর জুমলা।*

- *তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী মন্তব্যটি করেছেন পিয়ারা।*

- *“হত্যাকারীর মতো এক ঘর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরের দিকে মাথা লকোচিচ্ছি মন্তব্যটি করেছেন “ - জহরত উন্নিসা।*